দৈনিক সংবাদ
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
SEP 13 2002

ছাত্রদলকে হটিয়ে চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করছে শিবির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম ছাত্রদলকে হঠিয়ে একে একে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব কায়েম করে চলছে। শিবিরের জঙ্গি কর্মীরা কোন রক্তপাত বা অন্য কোন ঘটনা ছাড়াই নতুন করে নগরীর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। আরও তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একক দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিবির ক্যাডাররা ছাত্রদলের সাথে ইতিমধ্যে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে, কোথাও কোথাও গোলাগুলির ঘটনাও ঘটেছে। একে একে কর্তৃত্ব হারিয়েও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ৪ দলীয় জোট রক্ষা করতে গিয়ে অসহায়ের মতো পিছু হঠে চলেছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুগ যুগ ধরে একেক ছাত্র সংগঠন দখল করে রেখেছে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা চালানোরও কোন সুযোগ নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসীন কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র শিবির এবং পাহাড়তলী কলেজ ও ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী কলেজে ছাত্রদল দখলদারিত্ব চালিয়ে আসছে। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, চট্টগ্রাম বিআইটি, পলিটেকনিক কলেজ, কমার্স কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, সিটি কলেজ ও এমইএস কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগ একক আধিপত্য বিস্তার রেখে আসলেও ১লা অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনের পর পটপরিবর্তন ঘটে। কোন রক্তপাত ছাড়াই ছাত্রদল-শিবির যৌথ অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম বিআইটি, পলিটেকনিক কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিক্যালে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

সূত্র আরও জানায়, বর্তমান জোট সরকারের আমলে ছাত্রদল-ছাত্র শিবির যৌথভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও ইদানীং শিবিরের একক কর্তৃত্বে নেয়ার জন্য শিবির ক্যাডাররা মরিয়া হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম

শিবির ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

শিবির ঃ দখল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিআইটি'র দখলদারিত্ব নিয়ে ৩ থেকে ৬ই মে পর্যন্ত দফায় দফায় ছাত্র শিবিরের সাথে ছাত্রদল ক্যাডার বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। শুধু তাই নয়, ছাত্র শিবির বিআইটি'র পরিচালনা পরিষদকে প্রভাবিত করারও সুযোগ নেয়। এই সুবাধে ওই দিনের গোলাগুলির জন্য অভিযুক্ত করে ছাত্রদলের ১০ নেতাকে এবং ছাত্র শিবিরের ৫ কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ছাত্র সংসদের ভিপি ও জিএস (দু'জন ছাত্রদলের প্রথম সারির নেতা) ছাত্র সংসদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ এবং ছাত্রদল নেতা এবং ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম ক্যাম্পাস থেকে এক বছরের জন্য অবাঞ্ছিত হন। বর্তমানে এর বিরুদ্ধে ছাত্রদল আন্দোলনের মাধ্যমে বিআইটিকে অশান্ত করে তুললেও ছাত্র শিবির একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম মহানগরীর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কারিগরি কলেজে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শিবির ক্যাডাররা মরিয়া হয়ে উঠেছে। পলিটেকনিক কলেজ এলাকায় এ নিয়ে গত কয়েকদিন দু'পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনাও ঘটেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সোমবার শিবিরের জঙ্গি কর্মীরা সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। শিবির ক্যাডাররা এসময় তাড়া করলে ছাত্রদলের কর্মীরা ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়। গত দু'দিনে শিবিরের জঙ্গি কর্মীরা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাস সরগরম করে রাখে। এ অবস্থায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা কলেজ ক্যাম্পাস থেকে দূরে ছিল বলে জানা গেছে। আরও জানা যায়, চট্টগ্রামে ছাত্রদলের নেতারা শিবিরের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চাইলে জোট নেতারা তাদের শাসিয়ে দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রদল নেতা সংবাদকে জানান, ৪ দলীয় জোট রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের বলি হতে হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রদলের হাতছাড়া হয়ে যাবে।